চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্র মামলায় এক ব্যক্তির ১৭ বছরের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্র মামলায় আবুল কাশেম (৪৮) নামে এক ব্যক্তিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আল-আমিন মাতুব্বর এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আবুল কাশেম দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর গ্রামের মোহাম্মদ সরদারের ছেলে।

একই মামলার অপর আসামি, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার খেজুরা গ্রামের মৃত মহর আলীর ছেলে জয়নাল (৪৫) কে খালাস দেওয়া হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের ৫ মে রাত ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা র্যাব ক্যাম্পের ডিএডি আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি টহল টিম সদর উপজেলার আলুকদিয়া এলাকায় দায়িত্ব পালন করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন, চুয়াডাঙ্গা থেকে আলমসাধুতে করে দুজন ব্যক্তি অস্ত্র নিয়ে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছে।

পরে আলুকদিয়া বাজারের ইউনুছ আলী মার্কেটের সামনে পাকা রাস্তার ওপর সন্দেহভাজন আলমসাধুটিকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। ওই সময় আটক করা হয় দুজনকে। দেহ তল্লাশির সময় আবুল কাশেমের কোমর থেকে একটি দেশীয় তৈরি শুটারগান এবং একটি লোড করা .৩০৩ রাইফেলের গুলি জব্দ করা হয়। এছাড়াও একটি হাতুড়ি ও ১৪ ইঞ্চি লম্বা লোহার সাবল সদৃশ পাইপ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার সময় তার সঙ্গে থাকা জয়নালকে সহযোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়। ওই ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা র্যাব ক্যাম্পের তৎকালীন ডিএডি আফজাল হোসেন বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় আবুল কাশেমকে প্রধান আসামি এবং জয়নালকে সহযোগী আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

দীর্ঘদিন ধরে মামলাটি বিচারাধীন থাকার পর সাতজন সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত আবুল কাশেমকে অস্ত্র আইনের ১৯ ধারায় ৭ বছর এবং ১৯(এ) ধারায় ১০ বছর, সর্বমোট ১৭ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন। অন্যদিকে, অপর আসামি জয়নালকে খালাস দেওয়া হয়।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে এপিপি অ্যাডভোকেট মানজারুল হক জোয়ার্দ্দার হেলাল এবং আসামিপক্ষে অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী সাগর ও অ্যাডভোকেট এনামুল কবীর যুক্ত ছিলেন।

কালীগঞ্জে বোরখা পরিহিত এক ব্যক্তি দেশীয় অস্ত্রসহ আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকা থেকে বোরখা পরিহিত জালাল উদ্দিন (৫৬) নামে এক ব্যক্তিকে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক করেছে ডিবি পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বারবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক জালাল উদ্দিন যশোর জেলার কোতয়ালী থানার আন্দুলপোতা গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে। সে যশোরের লেবুতলা ইউনিয়ন পরিষদের আওয়ামী লীগের সাবেক চেয়ারম্যান মিলন হোসেনের চাচা।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার দুপুরে কালো রঙের বোরখা পরে বারবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল একজন অচেনা ব্যক্তি। এ সময় তার চলাফেরায় সন্দেহ মনে হলে স্থানীয়রা তাকে আটক করে। পরে তার কাছ থেকে একটি ধারালো ছোরা উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ এসে তাকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে।

কালীগঞ্জ বারবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই জাকারিয়া মাছুূদ বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বোরখা পরিহিত অবস্থায় তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি ছোরা উদ্ধার করা হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে কোন মামলা আছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে বলে জানান পুলিশ।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে অস্ত্রসহ যুবক আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি ও দু’টি ম্যাগাজিনসহ নান্টু মিয়া (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার সীমান্তবর্তী চিলমারী ইউনিয়নের ক্লিকের মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে চিলমারী বিওপির সদস্যরা নান্টুকে আটক করে।

আটককৃত নান্টু উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের বালিদিয়ার গ্রামের মৃত আদালত প্রামাণিকের ছেলে। এ ঘটনায় পলাতক রুহুল একই ইউনিয়নের মাঝদিয়া গ্রামের হাফিজের ছেলে।

বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহাবুব মুর্শেদ রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়টি জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সুনির্দিষ্ট সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান পিএসসি-এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় ১৭ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে দৌলতপুরের চরচিলমারী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ৮৪/১-এস হতে আনুমানিক ২.৫ কি. মি. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্লিকের মাঠ নামক স্থানে নম্বর-৬৭২৬৯ হাবিলদার মো. এমদাদুল হকের নেতৃত্বে বিশেষ টহল দল দু’জন যাত্রীসহ আগত একটি মোটরসাইকেলকে থামার সংকেত দেয়।

এ সময় বাইকের চালক একটি পিস্তল পার্শ্ববর্তী গম ক্ষেতে ছুড়ে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাৎক্ষণিকভাবে টহল দল ঘটনাস্থল হতে মোটরসাইকেল চালক মো. নান্টু মিয়াকে আটক করে এবং পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিন জব্দ করে। এ ঘটনায় দৌলতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করে আটক নান্টুকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

মুজিবনগরে অস্ত্রসহ দুই ছিনতাইকারী আটক

মুজিবনগরে ছিনতাই করার সময় জনগণের সহায়তায় দুই ছিনতাইকারীকে আটক করছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত নয়টার দিকে মুজিবনগর কমপ্লেক্সের পিছন ভবেরপাড়া আনন্দবাস সড়কের জৈনেক ফিরোজ মোল্লাদের মেহগনি বাগানের কাছ ছিনতাই করার সময় তাদেরকে আটক করা হয়।

আটককৃত ছিনতাইকারীরা হল উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের শহিদুল ইসলাম এর ছেলে মো. স্বাধীন আলী (২০) এবং আসান মল্লিক ছেলে সেলিম মল্লিক (৩২)।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মুজিবনগর উপজেলার বগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামের নজির হালসোনার ছেলে আলী হোসেন একজন ক্ষুদ্র আলু ব্যবসায়ী তিনি উপজেলার বিভিন্ন সাপ্তাহিক হাটে আলু বিক্রয় করেন। প্রতিদিনের ন্যায় তিনি ভবেরপাড়া গ্রামের সাপ্তাহিক হাটে আলু বিক্রিয় করতে আসেন আলু বিক্রয় শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৮ টার দিকে ভবেরপাড়া বাজার হতে বাই সাইকেল যোগে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স এর পিছনের রাস্তা দিয়ে আনন্দবাসের দিকে যাওয়ার সময় ভবেরপাড়া গ্রামের ফিরোজ মোড়লের মেহগনি বাগানের সামনে দুইজন ছিনতাই কারি হাতের দা ও লাঠি নিয়ে পথ রোধ করে কুপিয়ে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে তার নিকটে থাকা আলো বিক্রয়ের নয় শত টাকা নিয়ে নাই পরে তার ডাক চিৎকার শুনে মাঠের লোকজন এগিয়ে আসলে ছিনতাইকারীরা দৌড়ে পালানোর সময় আনন্দবাস মোড়ে থাকা পুলিশের দল দ্রুত এসে তাদেরকে হাতেনাতে আটক করে। সময় পুলিশ তাদের কাছ থেকে ছিনতায় হওয়া নয় শত টাকা একটি ধারালো দা এবং লাঠি আকৃতি একটি গাছের ডাল উদ্ধার করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, ছিনতায় করার সময় হাতেনাতে ২ ছিনতাইকারিকে আটক করে ১৮৬০ সালের পেনাল কোডের ৩৯২ ধারায় মামলা দিয়ে শনিবার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অস্ত্র, গুলি ও সরকারি মালামালসহ ইউপি সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে একটি নাইন স্যুটারগান, দেশীয় তৈরী ধারালো অস্ত্র, গুলি, কৃষকদের জন্য প্রণোদনার বীজ, সার কীটনাশক ও কম্বলসহ আলোচিত ইউপি সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুলকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

গ্রেফতারকৃত আজমাইন হোসেন টুটুল গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নং ওয়ার্ডের দুইবারের নির্বাচিত সদস্য (মেম্বর) ও লক্ষিনারায়ানপুর ধলা গ্রামের আক্কাছ আলীর ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী, র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব—১২) ও গাংনী থানা পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী একটি টিম গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৯ টা থেকে শুরু করে রাতভর অভিযান চালান।

এসময় তার বাড়ি থেকে একটি নাইন স্যুটারগান, ২ রাউন্ড গুলি, দেশীয় তৈরী ৪টি ধারালো অস্ত্র হাসুয়া, কৃষি অধিদপ্তরের আওতায় দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত ৪৫ প্যাকেট সরিষা বীজ, ৯ প্যাকেট মাস কলাই বীজ, ১৫ বস্তা টিএসপি, ডিএপি ও পটাশ সার, ত্রাণের ২০ টি কম্বল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বরাদ্দকৃত হতদরিদ্র নারীদের ২টি সেলাই মেশিন, পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত ২০ কেজি চাউল ও ২ টি চাউল রাখার ড্রাম জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানে ২৭ রেজিমেন্ট আর্টিলারীর মেহেরপুর সেনাবাহিনী ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন রওশন, র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব—১২) ক্রাইম প্রিভেনশন সেন্টার—৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি আশরাফ উদ্দীন ও গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামরুজ্জামানসহ যৌথবাহিনীর সদস্যরা অংশ নেন।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব—১২) ক্রাইম প্রিভেনশন সেন্টার—৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি আশরাফ উদ্দীন অভিযান শেষে সাংবাদিকদের প্রেস ব্রীফ করেন। তিনি জানান, আজমাইন হোসেন টুটুল মেম্বরের বাড়িতে অস্ত্র ও সরকারি বিভিন্ন মালামাল রয়েছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামে তাঁর নিজ বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। শনিবার দিবাগত রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। আজমাইন হোসেন টুটুলকে গ্রেফতার করার পর তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক বাড়ির বিভিন্ন স্থান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, ধারালো অস্ত্র, কম্বল, কৃষি প্রণোদনার বীজ, সার, কম্বল, সেলাই মেশিনসহ অন্যান্য মালামাল জব্দ করা হয়েছে।

এসব ঘটনায় তার বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি। আজমাইন হোসেন টুটুলকে গাংনী থানায় নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নং ওয়ার্ডের সদস্য বিএনপি নেতা আজমাইন হোসেন টুটুল ও সাবেক মেম্বর গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের (বরখাস্তকৃত) সভাপতি আতিয়ার রহমানের মধ্যে রাজনৈতিক আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা, হামলা লুটপাটের মত ঘটনা ঘটে আসছিল।

কৃষক লীগ নেতা আতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে আজমাইন হোসেন টুটুলের বড় ভাই এনামুল ইসলাম নইলুকে ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই মাইলমারী গ্রামের রাস্তার উপর রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। ২০০৯ সালে অপর ভাই সেন্টু হোসেনকে সালিশ বৈঠক চলাকালে কুপিয়ে হত্যা করে। ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য ইউপি নির্বাচনে ৮ নভেম্বর রোববার সকালে মেম্বর প্রার্থী আজমাইন হোসেন টুটুল পশ্চিমপাড়া এলাকায় ভোট চাইতে প্রতিপক্ষ মেম্বার প্রার্থী আতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে কুপিয়ে আহত করেন।খবর পেয়ে ফুফাত ভাই সাহাদুল ইসলাম ও জাহারুল ইসলাম তাকে বাঁচাতে ছুটে যায়। সেখানেই জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে আতিয়ার রহমানের লোকজন। এসব ঘটনায় কয়েকটি মামলায় আতিয়ার রহমান ও তার বেশ কয়েকজনকে ফাঁসির দন্ড দিয়েছে আদালত। সেই আতিয়ার রহমানসহ তাঁর লোকজন জেলে রয়েছেন। এরপর থেকে আজমাইন হোসেন টুটুল এলাকায় একক আধিপত্য বিস্তার করেছেন।

মুজিবনগরে অস্ত্রসহ সাবেক ইউপি সদস্য আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ভারতীয় তৈরি একটি ওয়ান শুটার গানসহ সাবেক ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান মিজারকে আটক করেছে যৌথবাহিনী।

শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচ থেকে শুরু করে তিন ঘন্টা ব্যাপী মিজার বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করে যৌথবাহিনী। আটককৃত মিজানুর রহমান মিজার উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য। তিনি একই গ্রামের মৃত ফজলুল হকের ছেলে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, মিজানুর রহমান মিজারের বাড়িতে অস্ত্র আছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার বিকালে যৌথ বাহিনীর একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে। পরে তাকে জিগাসাবাদের একপর্যায়ে তার বাড়িতে অস্ত্র আছে বলে সে নিজের মুখে স্বীকারক্তি দেয় । তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বাড়ির ঘরের পূর্বপাশে একটি গোয়াল ঘরের পাশে গর্ত খুড়ে মাটির নিচে থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়।

ওসি আরও জানান, এ বিষয়ে মিজারের নামে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে অন্যকে ফাঁসাতে গিয়ে অস্ত্রসহ ১জন আটক

মেহেরপুরে গাংনীতে অন্যকে ফাঁসাতে গিয়ে রাশেদুল ইসলাম (৪৬) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাব। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সোয়া ২ টার দিকে র্যাব-১২ এর মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে অভিযান চালিয়ে রাশেদুলকে অস্ত্রসহ আটক করে।

এসময় ১টি ওয়ান শার্টারগান ও ১টি হাসুয়া উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত রাশেদুল জেলার গাংনী উপজেলার ধানখালা ইউনিয়নের জুগিন্দা গ্রামের মৃত কুদরত উল্লাহ ওরফে ভাদু মীরের ছেলে।

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১২ এর মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার ও সহকারি পুলিশ সুপার এনামুল হক।

তিনি জানান, পূর্ব শত্রুতার কারণে আটককৃত রাশেদুল ইসলাম জুগিন্দা গ্রামের মৃত হানিফ শেখের ছেলে আব্দুল আলীম শেখকে ফাঁসানোর জন্য তার বসত ঘরের দক্ষিণ পাশে একচালা টিনের ছাউনি ও বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া দ্বারা নির্মিত রান্না ঘরের ভিতরে ১টি শার্টারগান ও ১টি হাসুয়া লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর সে কৌশলে র্যাবকে খবর দেয়। তার তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানের সময় রাশিদুলের কথাবার্তা সন্দেহ মনে হলে তাকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদে অন্যকে ফাঁসানোর কথা স্বীকার করে ।

আটককৃত আসামীকে আলামত সহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় এক ব্যক্তিকে ১৭ বছরের কারাদন্ড

ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় আলমগীর হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে দুটি ধারায় ১৭ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। বুধবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মোঃ আব্দুল মতিন এ রায় দেন। দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আলমগীর সদর উপজেলার বড় মান্দার বাড়িয়া গ্রামের আজিবর বিশ্বাসের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলার আসামী আলমগীরকে পুলিশ রিমান্ডে এনে মামলার মুল ঘটনা ও রহস্য নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এক পর্যায়ে পূর্বের তথ্য অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ করলে আসামীর নিকট অবৈধ অস্ত্র আছে বলে স্বীকার করে। পরে আসামীর গ্রামের বাড়ি মান্দার বাড়িয়া গ্রামে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের ১২

তারিখ পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে আসামীর বাড়ির পেছনের খড়ের পালার মধ্য থেকে একটি ওয়ান শুটারগান ও ১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এসআই ব্রজবল্লভ সাধু পরদিন ১৩ নভেম্বর সদর থানায় অস্ত্র আইনে আলমগীরের নামে মামলা দায়ের করে। তদন্ত শেষে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ওই বছরের ১২ ডিসেম্বর আদালতে চার্জশীট দাখিল করে।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত আসামীকে অস্ত্র আইনের একটি ধারায় ৭ বছর সশ্রম ও অপর ধারায় ১০ বছরের কারাদন্ড প্রদান করে। আসামীকে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ডিবি পুলিশের অভিযানে অস্ত্রসহ গ্রেফতার ১

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দুই নম্বর মির্জাপুর ইউনিয়নের পদমদি গ্রাম থেকে ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে একটি কালো রঙের দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান সহ পদমদি গ্রামের জহুরুল হকের ছেলে মিল্টন বিশ্বাস (৩১)কে গ্রেফতার করেছে। ডিবি পুলিশের এই অভিযানটি পরিচালনা করেন এসআই মিঠুন মন্ডল।

জেলা ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে আসামি মিল্টন বিশ্বাস একটি দেশীয় তৈরি আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করে বেড়াচ্ছে এবং সে বর্তমানে তার বাড়ির পাশে কলাবাগানের মধ্যে অবস্থান করছে।

তখন তাকে কলাবাগানের মধ্য থেকে গ্রেফতার করে তার স্বীকারোক্তিমূলক বয়ান অনুযায়ী অস্ত্রটি গোয়াল ঘরের মধ্য হতে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করার পর আসামি মিঠুন মন্ডল এর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।

গাংনীতে একই পরিবারের ৩ জনকে কুপিয়ে জখম

ছাগলে তামাক ক্ষেত খাওয়াকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের নারীসহ তিনজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তক্ত করেছে প্রতিপক্ষরা।

বুধবার (২৮ ফেব্রুয়ারী) সকাল ১০ টার সময় গাংনী পৌরসভার ফতাইপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, ফতাইপুর গ্রামের মৃতু মঙ্গল শেখের ছেলে জনি (৩৮) তার স্ত্রী জাম্বিয়া খাতুন (২৮) ও ছেলে বিজয় (১৪)।

আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, ফতাইপুর গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে জহুরুল ইসলামের একটি ছাগল জনির তামাক ক্ষেত প্রায়ই খেয়ে যায়। একে জনি প্রতিবাদ করলে এনিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে ছাগল মালিক জহুরুল ইসলাম ও তার ভাই আরিফুল ইসলাম গোলাপ দেশীয় তৈরী ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালায়। এতে জনি তার স্ত্রী জাম্বিয়া ও ছেলে বিজয় মারাত্মক আহত হন।

আহত জনি জানান, আমার তামাক ক্ষেত জহুরুল ইসলামের একটি ছাগল প্রায় দিনই খেয়ে যায়। জহুরুলকে বলতে গেলে তারা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। এনিয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান আহত জনি।

গাংনী পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নাসির উদ্দিন এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আহত এবং হামলাকারীরা আপন চাচাত ভাই। বিষয়টি পারিবারিকভাবে মেটানোর চেষ্টা করছি।